দামুড়হুদায় শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী পালন ও খাবার বিতরণ

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দামুড়হুদায় আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল এবং দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি।
শনিবার দামুড়হুদা বাজারে উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে দলীয় নেতাকর্মীরা বাজার এলাকার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে গিয়ে দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অবিস্মরণীয় নাম। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদান, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পরবর্তীতে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলার উদ্যোগ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের সংকটময় সময়ে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি জাতিকে নতুন স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাসের পথ দেখিয়েছিলেন। বক্তারা আরও বলেন, জিয়াউর রহমানের আদর্শ ছিল আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর কর্মময় জীবন ও দেশপ্রেম আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ,নেতৃবৃন্দসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
অনুষ্ঠান শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও জনগণের কল্যাণ কামনা করা হয়। পরে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

আমঝুপিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

বিএনপি নেতা আসাদুল্লাহ খাঁনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান।

বিসিবির জেলা প্রতিনিধি হাসিবুর জামান স্বপনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন, স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা মৎস্যজীবী দলের সভাপতি গুরুদাস হালদার।

আরো বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা কাজি মিজান মেনন, মাজেদ রহমান, সদর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাহির হোসেন চঞ্চল, জাসাসের জেলা সভাপতি বাকা বিল্লাহ।

অনুষ্ঠানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, মরহুমা সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমানের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

দর্শনায় মাদকের টাকা না পেয়ে জামাতার হামলায় শ্বশুরসহ আহত ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মাদক সেবনের টাকা না পেয়ে বিরোধের জেরে জামাতা ও তার ভাইয়ের হামলায় শ্বশুরসহ একই পরিবারের তিনজন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ মে) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে দর্শনা উপজেলার

দোস্তগ্রাম আমতলা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, দোস্তগ্রাম আমতলা মোড় এলাকার আলমগীর হোসেন বাবু, তার মেয়ে নয়নতারা এবং ছেলে কামরুল ইসলাম। আহতদের মধ্যে আলমগীর হোসেন বাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অভিযুক্তরা হলেন, একই এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে ও আলমগীর হোসেন বাবুর বড় মেয়ের স্বামী মো. ইউসুফ আলী এবং তার ভাই মো. ইসমাইল হোসেন বাবু।

ভুক্তভোগী কামরুল ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী, তার দুলাভাই ইউসুফ আলী দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। মাদক সেবনের জন্য টাকা না পেয়ে তিনি তার স্ত্রীকে গালিগালাজ করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালানো হয়।

আহত আলমগীর হোসেন বাবু বলেন, আমার বড় জামাই মাদকাসক্ত। মাদকের টাকার জন্য প্রায়ই আমার মেয়েকে মারধর করে। এদিনও মারধর করেছে। বিষয়টি জানতে চাইলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার ভাইকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে কুপিয়ে জখম করে।

থানায় লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ঘটনার রাতে অভিযুক্তরা বসতবাড়িতে ঢুকে গালিগালাজ শুরু করে। একপর্যায়ে ইসমাইল হোসেন বাবু ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে আলমগীর হোসেন বাবুর মাথায় কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। বাবাকে রক্ষা করতে গেলে কামরুল ইসলামও হামলার শিকার হয়ে বাম হাতে গুরুতর জখম হন। এ সময় বাধা দিতে গেলে নয়নতারাও মারধর করা হয়।

আহতদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা খুন-জখমের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দর্শনা থানা পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ দুজন নিহত

ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরের সামনে বাস চাকায় পিষ্ট হয়ে আরজ আলী (১৮) নামে এক মোটরসাইকেলের চালক নিহত হয়েছে|

আজ শুক্রবার (২৯ মে) বিকালে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরের সামনে এই বাস চাপার ঘটনা ঘটে| নিহত মোটরসাইকেল চালক আরজ আলী কোটচাঁদপুর উপজেলার কালুখালী গ্রামের লিটন হোসেনর ছেলে|

এছাড়া, শৈলকুপায় চলন্ত অটোভ্যানের ধাক্কায় মীম খাতুন (৩) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে| বেলা ১১টার দিকে শৈলকুপার গোসাইডাঙ্গা গ্রামে অটোভ্যান চাপায় শিশু নিহতের ঘটনা ঘটে| নিহত শিশু মিম খাতুন শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়নের গোসাইডাঙা গ্রামের কবির হোসেনের মেয়ে|

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বিকালে শহরের শহিদ মিনার চত্বরের সামনে মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় লেন পার হওয়ার সময় একটি বাস মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়| এসময় মোটরসাইকেল চালক আরজ আলী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়| পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়|

এদিকে, শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়নের গোসাইডাঙ্গা গ্রামে নিজ বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে খেলছিল শিশু মীম| এ সময় যাত্রীবাহী একটি অটোভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুকে ধাক্কায় দেয়| এতে শিশুটি অটোভ্যানের চাকায় পিষ্ট হলে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা ¯^◌াস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়| সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন|

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা জানান, অটোভ্যানের ধাক্কায় মিম খাতুন (৩) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে| এই বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে|

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত ডা. তাপস কুমার বলেন, মোটরসাইকেল চালককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়| মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে|

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মো. আসাদউজ্জামান বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে| ঘাতক বাসটি আটক করে থানায় রাখা হয়েছে| এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে|

ঈদে ঘরমুখো মানুষের পছন্দের শীর্ষে দেশি ফল

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে নিজ জন্মভিটায় ঈদ উদযাপন করতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মজীবী মানুষ ফিরছেন গ্রামে। এই তালিকায় রয়েছেন প্রবাসীরাও।

আর নিজ এলাকায় ফিরেই তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকছে মৌসুমি দেশি ফল। দেশি ফলের স্বাদ নিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকে। এতে বেড়েছে দেশি ফলের চাহিদা।

জেলার ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমানে মৌসুমি অধিকাংশ সুস্বাদু ফলে বাজার ভরে গেছে। আবার দামের দিক থেকেও তুলনামূলক সস্তা। অন্যদিকে বিদেশি ফল শহর থেকে আমদানি করতে হয়। বর্তমানে বিদেশি ফলের আমদানিও তুলনামূলক কম এবং দামও বেশি। তাই এখন দেশি ফলের কদর অনেক বেড়েছে।

স্থানীয় বাজারে মৌসুমি ফলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় ক্রেতাদের কাছেও দেশি ফলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে দেশি ফলের মধ্যে রয়েছে আম, কামরাঙা, জামরুল, ড্রাগন ফল, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, কদবেল, কলা ও তালশাঁস। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে ড্রাগন ফল ও সবুজ মাল্টা। এসব ফলের চাহিদাও বাড়ছে বাজারে।

জেলায় দেশি ফলের বাজারদর চলছে প্রকারভেদে হিমসাগর আম ৮০ থেকে ৯০ টাকা, আঠি আম ৫০ থেকে ৬০ টাকা এবং কাঁচা-মিঠা আম ৮০ টাকা কেজি। বোম্বাই লিচু প্রতি পণ ২৩০ টাকা এবং চায়না লিচু প্রতি পণ ৬৫০ টাকা।

আনারস প্রতি পিস ৫০ টাকা, ব্ল্যাক বেবি তরমুজ ৮০ টাকা কেজি, পেয়ারা ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি, কলা প্রতি পিস ৫ থেকে ৬ টাকা, জামরুল ৭০ টাকা কেজি এবং কামরাঙা ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে আমদানি করা বিদেশি ফলের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে কমলা, মাল্টা, আপেল, বেদানা, চেরি, খেজুর ও আঙুর। বিদেশি ফলের খুচরা বাজারদর মাল্টা ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি, আপেল ৩৭০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি, বেদানা ৬০০ থেকে ৬৩০ টাকা কেজি, চেরি ৪০০ টাকা কেজি, খেজুর ৬০০ টাকা থেকে শুরু করে মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া কমলা ৩৩০ টাকা কেজি, কাশ্মীরি আঙুর ৫২০ টাকা এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি আঙুর ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

ঢাকা থেকে গ্রামে ঈদ করতে আসা মুস্তাক আহমেদ বলেন, “পাঁচ দিনের জন্য নিজ গ্রামে এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে। বাজারে এসে দেখি রসালো ফলের সমাহার। দেখে লোভ সামলানো কঠিন। সতেজ দেশি ফল পরিবারের সঙ্গে খাওয়ার মজাটাই আলাদা।”

গার্মেন্টস ব্যবসায়ী গোলাম মোর্তাজা বলেন, “যান্ত্রিক শহর থেকে গ্রামে এসে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো সবচেয়ে সুখের মুহূর্তগুলোর একটি। আর নিজ এলাকায় গাছ থেকে পেড়ে আনা রসালো আম-লিচুর স্বাদ নেওয়ার মজাই আলাদা। শহরে এসব ফল পাওয়া গেলেও মান নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকে। এখানে চোখ বন্ধ করে ফল খাওয়া যায়।”

মালয়েশিয়া প্রবাসী তুহিন বলেন, “দুই দিন হলো দেশে এসেছি। বিদেশে অনেক ফল পাওয়া যায়, তবে দেশের ফলের স্বাদই আলাদা। আজ বাজার থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে হিমসাগর আম কিনলাম, সঙ্গে লিচুও। চায়না লিচুর দাম একটু বেশি হলেও স্বাদের দিক থেকে সেরা।”

গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের পাইকারি বিদেশি ফল বিক্রেতা জাহিদুল ইসলাম বলেন, “এ অঞ্চলের অধিকাংশ ফলের দোকানি আমার কাছ থেকে পাইকারি ফল কিনে নেন। কিন্তু এখন তারা বলছেন, দেশি ফলই বেশি বিক্রি হচ্ছে। বিদেশি ফলের চাহিদা কমে গেছে। এতে আমরা বিপদে পড়েছি। জেলায় ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিক্রি না হলে দ্রুত পচে যায়। তাই এখন দেশি ফলই আমাদের ভরসা।”

ফল বিক্রেতা শিহাব বলেন, “আগে মাল্টা, কমলা, আপেল ও আঙুর বিক্রি করতাম। মাসখানেক ধরে লিচু, আম, পেয়ারা ও আনারস বিক্রি করছি। গাছ থেকে পেড়ে এনে সরাসরি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রতিদিন ফল আনছি, প্রতিদিন বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতারাও খুশি, আমরাও খুশি। দামও

সাধ্যের মধ্যে।”

তিনি আরও বলেন, শহর থেকে গ্রামে ঈদ করতে আসা মানুষজন এখন দেশি ফলের প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাদের ভাষ্য, বিদেশি ফল শহরেই পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামের টাটকা দেশি ফলের স্বাদ আলাদা।

মেহেরপুরে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে মারধর, আহত ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে মোস্তফা কামাল (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। তিনি ওই গ্রামের সোরাফ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় তিনি মাথা ও হাতে আহত হয়েছেন।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফতেপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মোস্তফা কামাল অভিযোগ করে জানান, একটি বাড়িতে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে একই গ্রামের আসাদ মোল্লার ছেলে শফিক মোল্লা ও আশরাফুল মোল্লা, শফিক মোল্লার ছেলে আব্দুর রব, আশরাফুল মোল্লার ছেলে ইয়াসিন আলী ও ইসরাফিল এবং সিদ্দিক মোল্লার ছেলে ফারুক তাকে মারধর করেন।

এসময় তিনি মাথা ও হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন বলে জানান। ঘটনার পর এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী।

আমঝুপি ইউনিয়নে ঈদের জামাত কখন কোথায়

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নে ঈদুল আজহার জামাত আমঝুপি কেন্দ্র ঈদগাহে সকাল ৭:৩০ জামাত অনুষ্ঠিত হবে, আমঝুপি গন্ধরাজপুর পাড়ায় সকাল ৭:৩০, আমঝুপি উত্তর পাড়ায় সকাল ৭:৩০, আমঝুপি জদ্দার পাড়ায় সকাল৭:৪৫, খোকসা শেখ পাড়া সকাল ৭:৩০ টা, খোকসা মল্লিক পাড়া সকাল ৭:৩০ ও খোকসা কদমতলা পাড়া সকাল ৭:৩০, ময়ামারি সকাল ৭:৩০ এবং চাঁদ বিল সকাল ৭ টায় চাঁদ বিল আলহাদীস সকাল ৬ টাই, দফরপুর সকাল ৭:৩০, কোলা নাটনা পাড়া সকাল ৮ টাই, কোলা খালপাড়া সকাল ৭:৩০, কোলা কারিগর পাড়া সকাল ৭ টাই, রঘুনাথপুর সকাল ৭:৩০, ছটাঙ্গা পাড়া সকাল ৭:৩০ টাই হিজুলি সকাল ৭:৩০ টা, ইসলাম নগর সকাল ৭:৩০ টাই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

ধর্ষণ মামলার বাদিকে আদালতে যেতে বিএনপি নেতার বাঁধা, মারধরের অভিযোগ

আদালতে যাওয়ার সময় এক নারীকে মারধর ও আটকে রেখে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলাম খোকনের বিরুদ্ধে।

গতকাল রবিবার সকালে নিজ বাড়িতে হামলার শিকার হন তিনি। পরে তাকে ধরে নিয়ে একটি দোকানে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামে।

বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগী নারীর স্বামী ইসরাফিল শেখ বাদী হয়ে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্ত নুর ইসলাম বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

অভিযোগ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় ওই মামলার আসামি একই গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ আলীর পক্ষ নেন নুর ইসলাম ও কয়েকজন। আসামি সিরাজ, অভিযুক্ত নুর ইসলামসহ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে নারীকে মারধর শুরু করেন।

একপর্যায়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে পার্শ্ববর্তী যুগিন্দা বাজারে সিরাজের দোকানে এনে আটকে রাখা হয়। এখানে লাঠিসোটা দিয়ে নুর ইসলাম ও তার অনুসারীরা মিলে শারীরিক নির্যাতন চালান।

স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, নুর ইসলামের ভয়ে তখন কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। পরে ভুক্তভোগীর বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন খবর পেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক আতোয়ার রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নুর ইসলাম দাবি করেন, ওই নারীর চরিত্র ভালো নয়। একটি অসামাজিক কাজের বিচার করার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল। মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি এর দায় আলপনার স্বামী ইসরাফিল শেখের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘটনার সময় তার স্বামী আম পাড়তে বাগানে ছিলেন। আইনি পদক্ষেপের তোয়াক্কা না করে নুর ইসলাম আরও বলেছেন, সামাজিক সালিসই সঠিক। এ বিষয়ে তারাও পুলিশ সুপারের কাছে যাবেন ও মানববন্ধন করবেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের ভাষ্য, দুপক্ষের সম্মতি থাকলে সামাজিক সালিস উত্তম। তবে সালিসের নামে মারধর করা স্পষ্ট ফৌজদারি অপরাধ। এতে জড়িত ব্যক্তি বিএনপির ছোট নেতা হোক আর শীর্ষ নেতা হোক, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে অভিযোগের ভিত্তিতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মামলার নথি না দেখে সেটি রায় নাকি হাজিরার দিন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মেহেরপুর শহরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। রোববার (২৪ মে) রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের পোস্ট অফিসপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে জুয়েল রানা (২৫) এবং মেহেরপুর পৌর এলাকার পোস্ট অফিসপাড়ার জিয়াউদ্দিনের ছেলে মুকুল (৪৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জুয়েল রানা শোলমারী থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিলেন। অপরদিকে মুকুল মেহেরপুর শহর থেকে শোলমারীর দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পোস্ট অফিসপাড়া এলাকায় পৌঁছালে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য জুয়েল রানাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং মুকুলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরসাইকেল দুটি থানায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সঠিক কারণ উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

গাংনীতে শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধু শিমা খাতুন (২৫) নামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (২৩মে) গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি কাজি পাড়ার হযরত আলীর বাড়িতে।

নিহত শিমা খাতুন হযরত আলীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শিমা খাতুন ও তার স্বামী জিনারুল ইসলাম দুজনেই করমদি গ্রামে শিমার বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

গতকাল রাতে এক সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে শোবার ঘরে চলে যায় তারা। হঠাৎ ভোরের দিকে শিমা খাতুন কে ঘরের আড়ার সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় দেখে স্বামী জিনারুল চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে শিমার পরিবারের লোকজন ঘরে মধ্যে ঢুকে শিমার ঝুঁলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশি মর্জিনা খাতুন বলেন,শিমা ও তার স্বামী জিনারুলের হেব্বি মিল। তবে শিমা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলতো চাচি আমার রাতে ঘুম আসতে চাই না। তাই আমাকে মাঝে মধ্যেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। তাছাড়া শিমা খাতুনের আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে।

জিনারুলের সাথে শিমার বিয়ে হওয়ার আগেও শিমার আরো তিন জাইগাতে বিয়ে হয়েছিল।

নিহত শিমা খাতুনের মা হানুফা খাতুন বলেন, আমার মেয়ে জামাই ঘরে থাকে। আর আমি আমার নাতনিকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকি।

শিমার ঘরের দরজা রাতে খোলাই থাকে। আজ ভোরে জিনারুলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার শিমা ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে আমরা আড়া থেকে শিমাকে নামাই। আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মাজহারুল ইসলাম বলেন, করমদি গ্রামে শিমা খাতুন নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছেছে।